যুগান্তর

তারিখ 16 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

বন্ধ হয়ে যেতে পারে শিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের হৃদরোগ চিকিৎসায় বিশেষায়িত হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট জেডএইচ শিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ। ২০০৭-০৮ সেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাত্রী ভর্তির অনুমতি না দেয়ায় এ আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রী ভর্তিতে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেয়া হলেও তা প্রত্যাহার হয়নি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। মেডিকেল কলেজটি বন্ধ হলে প্রায় ৭০০ ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে উঠবে। ৫৫০ জন কর্মচারী বেকার হয়ে পড়বেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিদফতর কলেজটিতে ছাত্রী ভর্তির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই বলে অধিদফতর অভিযোগ তুলে ২০০৭-০৮ সেশনে ওই কলেজে

বাকি: পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

বন্ধ : শিকদার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রী ভর্তি স্থগিত করে দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ স্থগিতাদেশ সাময়িক। কলেজের মালিকপক্ষ কলেজটি পরিদর্শন করে ঘটনা সম্পর্কে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন দেয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছে আবেদন জানানোর পর প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদফতরের কোন কর্মকর্তা কলেজটি পরিদর্শন করেননি। তদন্ত প্রতিবেদন না দেয়ার ফলে মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অনুমতি দিতে পারছে না। আসছে ১৬তম ব্যাচ/সেশনে এ কলেজে ১১০ জন ছাত্রী এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ভর্তি করানোর কথা। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ৫ জন ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা। এই হিসাবে কলেজে বেশি সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। ১৪৫ জন শিক্ষক ও সব বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন এবং ল্যাবরেটরি সুবিধা রয়েছে।

অভিভাবক ও ছাত্রীদের মতে, ভাড়া করা বাড়ি এবং স্বল্প পরিসর জায়গায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। বিশাল আয়তনের ক্যাম্পাস নিয়ে বিশেষায়িত একটি হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট এই কলেজে অহেতুক ছাত্রী ভর্তি নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে এবং শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। বর্তমানে কলেজটিতে ৫টি শিক্ষাবর্ষের মোট ৬৭৫ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত।

হাসপাতালে রোগী কম আসছে বলে স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু সরেজমিন দেখা গেছে, সার্জারি, মেডিসিন, অর্থোপেডিক্স, সিসিইউ, আইসিইউ, ইউরোলজিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগী ভর্তি আসছে এবং যারা সুস্থ হচ্ছে তাদের ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ১০ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ৩০-৩২ জন করে নতুন রোগী ভর্তি করা হচ্ছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন বিভাগে ৩৩ জনকে ভর্তি করা হয় এবং ৩৪ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। গত এক মাসের পর্যালোচনায় দেখা যায়, গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৬০ জনের অধিক রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিকেল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও রোগী না থাকার কারণে জেডএইচ শিকদার মেডিকেল মহিলা কলেজ হাসপাতালে এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ছাত্রী ভর্তির অনুমতি স্থগিত করা হয়েছে। তদন্ত করা হলে বোঝা যাবে বর্তমানে কি অবস্থা চলছে সেখানে।